শিশু জগৎ

বিন্দুগুলি যুক্ত করো

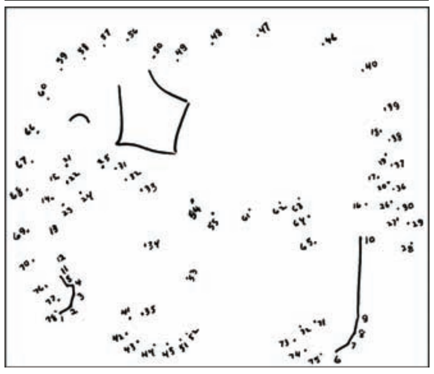

গোলক ধাঁধা

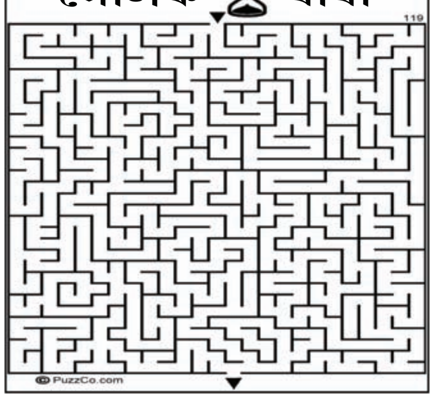

সুডোকু মেলাও — বুদ্ধি বাড়াও

					7	2	4	
1					5			
4						3		5
	6		5				9	
		9	7	4	3	1		
	5				8		2	
8		2						9
			9					2
	4	7	2					

7	6	5	1	9	2	3	8	4
8	2	4	5	3	7	9	1	6
9	1	3	6	8	4	7	5	2
6	4	1	3	2	5	8	7	9
3	5	7	9	6	8	2	4	1
2	8	9	4	7	1	6	3	5
5	3	8	2	1	6	4	9	7
4	9	2	7	5	3	1	6	8
1	7	6	8	4	9	5	2	3

আবহাওয়া

পূর্বাভাস: সোমবার সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন তাপমাত্রা থাকবে যথাক্রমে ১৪ ডিগ্রি ও ২৪ ডিগ্রি সেলসিয়াসের কাছাকাছি। **তাপমাত্রা:** রবিবার সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল যথাক্রমে ১৪ ডিগ্রি ও ২৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস। **আপেক্ষিক আর্দ্রতা:** সর্বাধিক ৬২ শতাংশ। **সূর্যোদয়:** ঘ ৬।২২, **সূর্যাস্ত:** ঘ ৪।৫৬। **জোয়ার:** সকাল ৮.১০। **ভাঁটা:** দুপুর ২.২০।

— সমাধানের নিয়ম —

এমন ভাবে শূন্য ঘরগুলো পূরণ করতে হবে যেন প্রতিটি সারিতে ও প্রতিটি কলমে ১ থেকে ৯ সংখ্যাগুলো মাত্র একবার থাকে।

বিজ্ঞপ্তি

এই পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপন ও তার বিষয়ে কোনও দায়িত্ব আমরা স্বীকার করি না এবং আমাদের ওপর বর্তায় না।

–সম্পাদক

মুদ্রা বিনিময় হার

RBI REFERENCE RATE

INR / 1 USD	:	64.2170
INR / 1 Euro	:	69.8809
INR / 100 Jap. YEN	:	57.7200
INR / 1 Pound Sterling	:	82.8271

শেয়ার সূচক

BSE	29,461.45	▼ -111.34
NIFTY	9173.75	▼ -38.10

শব্দলিপি- ৮৭৩

মধু ভাণ্ডারী

পাশাপাশি ঃ ১। রতিশাস্ত্র ৩। কৃত্রিম ৬। দ্বাররক্ষক ৮। রসজ্ঞব্যক্তি ১০। পড়ে যায় এমন ১২। বিনা নিমন্ত্রণে হাজির ১৪। অত্যধিক বায়না করে এমন ১৫। চতুর্পাশ্ব

উপরনীচ ঃ ১। আজ্ঞাবাহক প্রতিনিধি ২। কায়িক ৪। গ্রাহ্য ৫। অধীন ৭। অনুলিপি লেখক ৯। জপন ১১। মধ্যভাগ নত এমন ১৩। রান্না খাওয়া ইত্যাদি গৃহস্থালির কাজে ব্যবহৃত পাত্র

সমাধান ঃ শব্দলিপি - ৮৭২

পাশাপাশি ঃ ১। সধবা ৩। কামার ৫। মাতুল ৭। আদিত্যনাথ ৮। চটজলদি ৯। করদ ১১। জম্বির ১২। নরুন

উপরনীচ ঃ ১। সরমা ২। বাদল ৩। কাজলাদিদি ৪। রসিকনাগর ৬। তুলট কাগজ ৭। আলমগির ৯। কথন ১০। দমন

ইস্ট-ওয়েস্ট মেট্রো অটোমেটিকভাবে মোড চলবে

নিজস্ব সংবাদদাতা,হাওড়া: দেশের প্রথম গঙ্গার নিচ দিয়ে যে মেট্রো চলাচল করবে তা পুরোপুরি অটোমেটিকভাবে। যা নজির গড়বে গোটা দেশে। এছাড়াও আত্মহত্যা রোধ করার জন্য থাকবে বিশেষ নজরদারি। রবিবার হাওড়ায় ইস্ট-ওয়েস্ট মেট্রোর সুরঙ্গ খোঁড়ার কাজ পরিদর্শন করে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে একথাই বললেন মেট্রো রেলের জেনারেল ম্যানেজার এম সি চৌহান। তিনি বলেন, গঙ্গার নিচ দিয়ে মোট ৫০০ মিটার সুরঙ্গ কাটা হবে। প্রথম টানেলটি হাওড়ার দিক দিয়ে ২০০ মিটার কাটা হয়ে গেছে। এই টানেলটি মে মাসের তৃতীয় সপ্তাহের মধ্যে সম্পন্ন হবে আর দ্বিতীয় টানেলটি সম্পন্ন হবে জুন মাসের তৃতীয় সপ্তাহের মধ্যে ২০১৯ সালের ডিসেম্বরের মধ্যে মেট্রো চালু হবে বলে তিনি জানান। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি সম্পর্কে তিনি জানান, বিশ্বের অত্যাধুনিক কোচ এই টানেলে লাগানো হবে। পুরো ট্রেনটাই গঙ্গার নিচ দিয়ে অটোমেটিকভাবে যাবে। চালক শুধু সুইচ টিপবে। তিনি আরও বলেন, মেট্রোয় প্রায়ই আত্মহত্যার খবর শোনা যায়। এবার থেকে প্রতিটি প্ল্যাটফর্মে থাকবে প্ল্যাটফর্ম স্ক্রিন ডোর। অর্থাৎ প্ল্যাটফর্মের শেষে একটা ঢাকনা ঢাকা থাকবে। ট্রেন এলে দরজাটা খুলে দেওয়া হবে।

সভা-সমিতি

রামকৃষ্ণ মঠ (বলরাম মন্দির) আজ সোমবার ১ মে : ১২১তম রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠা দিবস। শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের বিশেষ পূজা, হোম, ভজন। আলোচনা সভা : বিকেল ৪টে।

ভাগ্যলিপি

মেষ — গণেশ বলেছেন, আজ ভালোমন্দের মিশ্রণের দিনটি কাটবে আপনার।

বৃষ — প্রেমপ্রণয়ে তৃতীয়ব্যক্তিআগমনে জটিলতা বৃদ্ধি

মিথুন — গণেশ বলছেন, ঐতিহাসিক স্থানে কাজ ভ্রমণে সুযোগ নিতে পারে আপনার।

কর্কট — ব্যবসায়ীক চুক্তির ক্ষেত্রে আজ আপনাকে পরিষ্কার ধারণা নিতে হবে। না হলে সমস্যায় পড়তে

সিংহ — ভালোবাসার জন্য আজ অতিরিক্ত সময় আপনাকে ব্যয় করতে হতে পারে।

কন্যা — দুপুরের পর থেকে আজ আপনাকে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিতে হতে পারে।

তুলা — আয় ব্যয়ের ভারসাম্য না থাকায় আর্থিক সমস্যা।

বৃশ্চিক — মাতৃকুল থেকে সম্প্রতি প্রাপ্তির সম্ভাবনা রয়েছে।

ধনু — কঠিন পরিস্থিতির সম্মুখিন হতে পারেন।

মকর — গণেশ বলছেন, আগামীকাল আপনার ভাগ্য সুপ্রসন্ন হবে।

কুম্ভ — আপনাকেসমস্যার মধ্যে পড়তে হবে পারে।

মীন — গণেশ বলছেন, অপ্রত্যাশিত ভাবে ব্যয় বৃদ্ধি পাবে।

বিজ্ঞপ্তি

এই পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপন ও তার বিষয়ে কোনও দায়িত্ব আমরা স্বীকার করি না এবং আমাদের ওপর বর্তায় না।

–সম্পাদক

বেলুড় গঙ্গাঘাটে একাধিক দেহ ভেসে ওঠায় চাঞ্চল্য

নিজস্ব সংবাদদাতা,হাওড়া: গঙ্গায় মৃতদেহ ভাসতে দেখে চাঞ্চল্য ছড়াল হাওড়ার বেলুড়ের গঙ্গার ঘাটে ও জগন্নাথ ঘাট সংলগ্ন এলাকায়। রবিবার সকালে ওই এলাকার গঙ্গায় পরপর তিনটি মৃতদেহ ভাসতে থাকায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, এদিন সকালে স্নান করতে এসে মৃতদেহগুলি ভাসতে দেখেন ঘাটে আসা লোকজন। এরপর পুলিশকে খবর দিলে পুলিশ এসে মৃতদেহগুলি উদ্ধার করে। এই ঘটনায় বেলুড়ের ঘাটে প্রবল চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। একটা দেহ হাওড়া ব্রিজের দিকেও ভেসে যেতে দেখেন প্রত্যক্ষদর্শীরা। পুলিশের ধারণা, দেহগুলি ভদ্রেশ্বর থেকে আসতে পারে। হুগলির ভদ্রেশ্বর জেটি ভেঙে নদীতে তলিয়ে যাওয়া নিখোঁজদের দেহ হতে পারে এগুলি বলে পুলিশের প্রাথমিক অনুমান। পুলিশ জানিয়েছে, দেহগুলি পচন ধরে যাওয়ায় শনাক্ত করতে অসুবিধে হচ্ছে। খবর পাঠানো হয়েছে ভদ্রেশ্বর থানাতেও।

বসিরহাটের সন্দেশখালিতে বিজেপি-তৃণমূল সংঘর্ষ

নিজস্ব সংবাদদাতা,বসিরহাট : উত্তর ২৪ পরগনা জেলার বসিরহাটের সন্দেশখালি এলাকার রাজাবেড়িয়া গ্রামে বিজেপি ও তৃণমূল সংঘর্ষের অভিযোগ উঠল। শনিবার রাতে রাজাবেড়িয়া গ্রামে তৃণমূলের অঞ্চল সভাপতি জিয়াদ মোল্লার উপর বিজেপি কর্মীরা আচমকা বোমা ও গুলি নিয়ে আক্রমণ চালায় বলে অভিযোগ। আশঙ্কাজনক অবস্থায় ওদিন রাতেই জিয়াদ মোল্লাকে স্থানীয় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। এরপর রবিবার সকালে জিয়াদ মোল্লাকে স্থানীয় হাসপাতালে দেখতে যাওয়ার জন্য রওনা হন এলাকার তৃণমূল কর্মী অনাথ ঘোষ, জগবন্ধু গায়েন সহ বেশ কয়েকজন তৃণমূল কর্মী। অভিযোগ, সেই সময় ওই তৃণমূল কর্মীদের উপর বোমা ও গুলি চালিয়ে আক্রমণ করা হয়। প্রায় পঁচিশ রাউন্ড গুলি ও পনেরোটি বোমা ছোঁড়া হয় বলে স্থানীয় সূত্রে জানা যায়। অভিযোগের তির স্থানীয় বিজেপি কর্মীদের দিকে। এই ঘটনায় রবিবার আহত ছয় তৃণমূল কর্মীকে প্রথমে বসিরহাট ও পরে কলকাতার আরজিকর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। এলাকায় মোতায়েন করা হয়েছে বিশাল পুলিশ বাহিনী। এই সংঘর্ষের ঘটনায় উত্তর ২৪ পরগনা জেলা তৃণমূলের সভাপতি তথা রাজ্যের খাদ্যমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক বলেন কিছুদিন আগেই মিনাখাঁর মালঞ্চতে এসে উসকানিমূলক মন্তব্য করেন বিজেপি'র রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ। সেই মন্তব্যের পর এক সপ্তাহ কাটতে না কাটতেই মালঞ্চ এলাকার পাঁচ কিলোমিটারের মধ্যে রাজাবেড়িয়া গ্রামে এই সংঘর্ষের ঘটনা ঘটল।

পূর্বস্থলীর সমুদ্রগড়ে রাজ্য বস্ত্র দফতরের উদ্যোগে রাস্তা নির্মাণ

নিজস্ব সংবাদদাতা, নদিয়া : রবিবার রাজ্যের প্রাণী সম্পদ বিকাশ দফতরের মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ জানিয়েছেন,পূর্বস্থলী এক ব্লকের নসরৎপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের সমুদ্রগড়ে রাজ্য বস্ত্র দফতরের অর্থে রাস্তা তৈরি হবে। তিনি এদিন জানিয়েছেন, রাস্তাটি তৈরি করতে খরচ হবে ১ কোটি ৬০ লক্ষ টাকা। নসরৎপুর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকাতে আরও ৮টি ঢালাই রাস্তা হবে। তিনি এদিন আরও জানিয়েছেন যে রাজ্যের মা-মাটি মানুষের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুপ্রেরণায় সারা রাজ্যের মতো আমাদের এলাকাতেও উন্নয়নের জোয়ার বইছে। পূর্বস্থলী এক ব্লকে সাড়ে চার বছরে প্রায় ৪০ কোটি টাকার কাজ হয়ে গেছে। আরও কাজ চলছে। এর আগেও বস্ত্র দফতরের উদ্যোগে আর্থিক সহায়তায় তাঁত শিল্পাঞ্চল নামে খ্যাত সমুদ্রগড়ে ১২টি রাস্তার কাজ হয়েছে। বস্ত্র দফতর থেকে অর্থ বরাদ্দ হয়েছিল। ১২টি রাস্তার জন্য ২ কোটি ৩৮ লক্ষ টাকা বরাদ্দ হয়েছিল। সমুদ্রগড়ের গোয়ালপাড়াতে এই রাস্তাগুলি তৈরি হয়েছে। রাস্তাটি এসটিকেক রোড থেকে গোয়ালপাড়া তন্তুজ সমবায় সমিতি পর্যন্ত বিস্তৃত। এই রাস্তাটির জন্য খরচ হয়েছে ৭ লক্ষ ৩৩ হাজার টাকা। এই এলাকাতে মোট ১২টি রাস্তার জন্য ব্যয় হয়েছে ২ কোটি ৩৮ লক্ষ টাকা। আরও বস্ত্র দফতর থেকে বরাদ্দ হয়েছে ৮টি রাস্তার জন্য ১ কোটি ৬০ লক্ষ টাকা। এই রাস্তার কাজ শেষ হলে এলাকাতে আর কোনও রাস্তা কাঁচা থাকবে না। এছাড়াও নসরৎপুর গ্রাম পঞ্চায়েত থেকেও এলাকার জন্য রাস্তা তৈরির কাজ চলছে। সামনেই পঞ্চায়েত ভোট তাই এখন থেকে আরও উন্নয়নের দিকে নজর দিলেন স্বয়ং রাজ্যের মন্ত্রী তথা স্থানীয় বিধায়ক স্বপন দেবনাথ।

বর্ধমান জেলা জুড়ে মিশন নির্মল বাংলা দিবস পালন

নিজস্ব সংবাদদাতা,কালনা : রবিবার ছিল মিশন নির্মল বাংলা দিবস। এই দিবসে বর্ধমান জেলাজুড়ে মিশন নির্মল দিবস পালিত হয়। বর্ধমান শহর, কালনা, কাটোয়া, মঙ্গলকোট, মেমারি, মন্তেশ্বরে এই দিনটিকে যথাযোগ্য মর্যাদায় পালন করা হয়। এদিন মন্তেশ্বরে স্থানীয় বিধায়ক সৈকত পাঁজার উদ্যোগে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা সহ একটি মিছিল এলাকায় পরিভ্রমণ করে। মিছিলে হাটেন বর্ধমান জেলার অতিরিক্ত জেলাশাসক উন্নয়ন রত্নেশ্বর রায়, মহকুমা শাসক নীতীন সিংহানিয়া, পূর্ত দফতরের কর্মাধ্যক্ষ তড়িৎকান্তি রায় সহ অনেকে। জানা গেছে, এই জেলাকে নির্মল জেলা হিসাবে ঘোষণার আর মাত্র কয়েকদিন বাকি। সরকারের অনুমোদনের অপেক্ষায় দিন গুণছে। কয়েক মাস আগেই জেলার সবক'টি ব্লককেই নির্মল বক্ল হিসাবে ঘোষণা করা হয়েছে। শুধুমাত্র জেলার ৬টি পুরসভার মিশন নির্মল বাংলা ঘোষণা করতে বাকি রয়েছে। এদিন অতিরিক্ত জেলাশাসক রত্নেশ্বর রায় বলেন, আশা করছি খুব তাড়াতাড়ি ওই পুরসভাগুলিও নির্মল পুরসভা হিসাবে স্বীকৃতি পাবে। ইতিমধ্যে জেলার প্রথম কালনা পুরসভা নির্মল পুরসভার স্বীকৃতি পেয়ে গেছে। কাটোয়া পুরসভা ও খুব শীঘ্রই পাবে বলে প্রশাসনিক কর্তা ব্যক্তিরা মনে করছেন। বিধায়ক সৈকত পাঁজা বলেন, আমাদের ব্লকের ১৩টি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রতিটি গ্রামেই শৌচাগার তৈরি হয়েছে। এলাকার মানুষ সচেতন হয়েছেন। এই নির্মল বাংলার প্রচার ও প্রয়োজনীয়তার কথা সব সময় তুলে ধরা হবে এলাকার গ্রাম পঞ্চায়েতের বাসিন্দাদের কাছে। এর ক্ষতির দিক ও উপকারের দিক বিস্তারিতভাবে তুলে ধরা হয়েছে। মন্তেশ্বর ব্লকের গ্রামে গ্রামে শৌচাগার তৈরি হয়েছে। সকলেই ব্যবহার করে শৌচাগার। তবুও চলছে সচেতনতার প্রচার ও পদযাত্রা। কাটোয়াতেই এই দিনটিকে পালন করা হয়। মঙ্গলকোটেও বিডিও একটি সভা করেন।

মেমারি, গুসকরাতে সচেতনতার উপরে আলোচনা হয়। কালনা ২ নম্বর ব্লকেও আলোচনা হয়। উপস্থিত ছিলেন তৃণমূলের ব্লক সভাপতি প্রণব রায়। আউশগ্রামেও এক আলোচনা হয়। আউশগ্রাম ২-এর পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি সৈয়দ হায়দার আলি জানিয়েছেন যে, সবক'টি গ্রামেই শৌচাগার তৈরি হয়েছে। ৭টি গ্রাম পঞ্চায়েতের বিভিন্ন গ্রামেই শৌচাগার তৈরি ও শৌচাগার ব্যবহার হয়। এদিন আলোচনা ও মিছিল হয়।

ছবি : শ্যামসুন্দর ঘোষ

অশোকনগরে পুকুরে মাছ ছাড়াকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা

নিজস্ব সংবাদদাতা,অশোকনগর : রবিবার সকালে উত্তর ২৪ পরগনা জেলার অশোকনগরে থানার কামারপুর এলাকার খালধার পড়ায় পুকুরের হাঁফাতে (পুকুরের মধ্যে নেট জালের মধ্যে মাছ চাষ) মাছ ছাড়াকে কেন্দ্র করে অগ্নিগর্ভ অবস্থার সৃষ্টি হল। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, খালধার পাড়া এলাকার বাসিন্দা ওসমান মণ্ডলের লিজ নেওয়া একটি পুকুরে হাঁফায় মাছ চাষ করতেন স্থানীয় বাসিন্দা মোস্তাজুল গাজি। কিন্তু কয়েকদিন আগে সেই হাঁফায় মাছ ছাড়ার সময় জাল ছিঁড়ে বেশ কিছু মাছ ওসমান মণ্ডলের লিজ নেওয়া পুকুরের মধ্যে চলে যায়। এই নিয়ে দুইজনের মধ্যে ঝামেলা চলছিল। শনিবার স্থানীয় বাসিন্দারা দুইজনকে নিয়ে এক মীমাংসা সূত্র বের করে। সেখানে বলা হয়, মোস্তাজুল পাঁচ হাজার টাকা ওসমানকে দিয়ে দেবেন। আর তার বিনিময়ে সে পুকুর থেকে সমস্ত মাছ তুলে নেবেন। সেই মতো রবিবার সকালে মোস্তাজুল লোকজন নিয়ে পুকুরে মাছ ধরার জন্য আসে। অভিযোগ, সেই সময় ওসমান মণ্ডল ও তার চার ভাইয়ের সঙ্গে তার বচসা শুরু হয়। বচসার এক পর্যায়ে আচমকা ওসমান মণ্ডল তার হাতে থাকা ধারাল হাঁসুয়া দিয়ে মোস্তাজুলের মাথায় কোপ মারে। কোনওমতে নিজের মাথা সরিয়ে নিয়ে মোস্তাজুল পালানোর চেষ্টা করলে ফের তার ঘাড়ে কোপ মারে ওসমান। সেই সময় চিৎকার চেঁচামেচি শুনে আশপাশ থেকে পাড়া প্রতিবেশীরা ছুটে আসতেই পালিয়ে যায় ওসমান মণ্ডল সহ তার চার ভাই নজু মণ্ডল, মোমিন মণ্ডল, সোলেমান মণ্ডল ও পিন্টু মণ্ডল।

এরপর স্থানীয় বাসিন্দারা জখম মোস্তাজুল গাজিকে প্রথমে অশোকনগর হাসপাতালে ও পরে বারাসত হাসপাতালে নিয়ে যায়। এই ঘটনার পরেই উত্তেজিত এলাকাবাসীরা ওসমান ও তার ভাই সহ আত্মীয়দের বাড়িতে ও তাদের তিনটে রেডিমেট সেলাই কারখানা ও বাড়িতে আগুন ধরিয়ে দেয়। খবর পেয়েই ঘটনাস্থলে আসে দমকলের দু'টি ইঞ্জিন। পরিস্থিতি সামাল দিতে অশোকনগর ও আমডাঙা থানা থেকে বিশাল পুলিশবাহিনীও আসে ঘটনাস্থলে। ঘটনার জেরে এলাকায় তীব্র উত্তেজনা রয়েছে।

ব্যারাকপুর শিল্পাঞ্চলে রাজেন্দ্র যাদব বিভিন্ন ধরনের সামাজিক কাজে নিয়োজিত

শ্যামল রায় : যিনি আজও অসহায় মানুষের আর্তনাদের আওয়াজ কানে শুনতে পেলেই ছুটে যান। তিনি হচ্ছেন ব্যারাকপুর শিল্পাঞ্চলের বিশিষ্ট সমাজসেবী রাজেন্দ্র যাদব। জানা গেছে, ছোটবেলা থেকেই সমাজসেবামূলক কাজে যার অনায়াসেই যাতায়াত তিনি হচ্ছেন রাজেন্দ্র যাদব। সমাজসেবা আর রাজনীতি এই দুটোয় যেন তাঁর একে অপরের পরিপূরক দু'টি সৃজনশীল শব্দ। তাই এলাকার মানুষের কাছে আজও তিনি সকলের জনপ্রিয় একজন মানুষ হিসাবে পরিচিত। অতীত জীবনে রাজনীতি করতে গিয়ে জীবনে অনেক যন্ত্রণা, অত্যাচার সহ্য করতে হয়েছে। নিজের ভাই ও ভাইপোকে বলিদান দিতে হয়েছে। তবুও সমাজসেবা আর রাজনীতি থেকে দূরে সরে যাননি। মান অভিমান ভুলে গিয়ে শুধুই সমাজসেবার সঙ্গে রাজনীতিকে প্রাণের অন্তরে রেখে নিরলসভাবে যার পথ চলা আজও থেমে নেই, সমানগতিতে প্রবাহমান তিনিই হচ্ছেন রাজেন্দ্র যাদব। এলাকার মানুষের জন্য সামাজিক কাজ নিয়ে নিজেকে সর্বদা নিয়োজিত রেখেছেন।

রবিবার সকালে এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, আমি সমাজসেবা কাজে নিজেকে নিয়োজিত রাখতে ভীষণ ভালবাসি। আর রাজনীতি আমার সমাজসেবা মূলক কাজের একটা প্রধান অঙ্গ বলেই আমি মনে করি।

সারা বছর ধরে সামাজিক কাজের মধ্যে দিয়ে আনন্দ উপভোগ করে থাকি।

সেই আনন্দ যদি আর্ত মানুষের কাজের জন্য হয়, তা হলে তো আর কথাই নেই। কম্বল বিলি, বস্ত্র দান, রক্তদান শিবির, অসহায় কন্যাগ্রস্ত মানুষের পাশে দাঁড়ানো এ সবটাই আমার একটা সামাজিক দায়বদ্ধতা বলে আমি মনে করি। বর্তমানে তৃণমূল কংগ্রেসের একজন সৈনিক হিসাবে কাজ করে যাচ্ছি। তবে এলাকার অনেকেই বলছেন যে, রাজেন্দ্র যাদব সমাজের জন্য যেভাবে নিজেকে নিয়োজিত করে রেখেছেন কিন্তু তার সেই যোগ্য সম্মান কিন্তু তিনি পাননি। অনেকেই আক্ষেপ করে বলছেন, রাজেন্দ্র যাদব সমাজসেবা আর রাজনীতি দু'টিতে সিদ্ধ হস্ত কিন্তু কে শোনে কার কথা। এই প্রসঙ্গে রাজেন্দ্র যাদব বলেন, আমার কোনও আক্ষেপ নেই। মানুষের শ্রদ্ধা আর সম্মান আমার কাছে বড় সম্মান। তিনি তৃণমূলের সবরকম সভা সমিতিতে যান এবং দলের দায়িত্ব কেউ দিলে যত্ন করে করেন। জনসংযোগ বাড়াতে সমাজসেবামূলক কাজ তার জীবনের ব্রত। দুঃখ যন্ত্রণার পাশে থেকে অসহায় মানুষের জন্য যেন কাজ করে যেতে পারি এটাই তাঁর ভবিষ্যদ্বাণী।

জনদরদী রাজেন্দ্র যাদব সকলের জন্য তাঁর প্রাণ নিবেদিত। সমাজসেবার কাজের সঙ্গে তাঁর রাজনীতি ওতপ্রোতভাবে জড়িত। তৃণমূলের প্রতি ভরসা রেখেই সমাজ পাল্টানোর বার্তা দিয়ে চলছেন তিনি। এই সংগ্রামী মানুষটির লড়াই সংগ্রাম করে চলা ও বেঁচে থাকা দু'টি শব্দ যেন এখনকার সময়ে বড় অভাব থাকলেও থেমে নেই এই মানুষটির অবদানের কথা।